Sanatan Dharma

অভাব কাকে বলে ?

অভাব কাকে বলে ?
উত্তর:-
আমরা যখন সৃষ্টির প্রথমে পরমাত্মা থেকে দূরে যে গতি (যাকে শাস্ত্রে দুর্গতি বলে) সেটা আমরা যখন হয়ে অতি সুক্ষ জীবাত্মা হয়েছিলাম , তখন সেই পরমাত্মায় কে কি ভাবে পরে আবার যুক্ত হয়ে পূর্ণ মোক্ষ পাবে - সেই গোপন রহস্য প্রত্যেকের কারণ শরীরের মধ্যে অতি সংগোপনে থাকে -তাকেই একমাত্র মূল " স্বভাব" বলে i আর এই " স্বভাবকেই " পরবর্তী কালে অক্ষর সংক্ষিপ্ত আকারে "ভাব " বলে অর্থাৎ " স্বভাব= ভাব " l যাহা জীবাত্মার স্বরূপ বা ভাবগতি বলে যাহা মন , বুদ্ধি এর অতীত l আর এই স্বভাবে স্থিতি না থাকার নামই "অভাব"।
তবুও বাস্তবিক রূপে আমরা দুই প্রকারের অভাব দেখতে পাই :-
1. প্ররাদ্ধকর্ম বা নিয়তি জনিত অভাব -> আমাদের ভাগ্যে যে দুঃখ বা অনটন থাকে , যেটাকে বাধ্যতামূলক ভাবে ভোগ করতে হয় (যেমন- পরিবেশ / সমাজ / নানা রকম সমস্যা / চাহিদা / ক্ষুদা-তৃস্না / রোগ-ব্যাধি / দায়িত্ব-কর্তব্যজনিত) তাকে প্ররাদ্ধকর্ম বা নিয়তি জনিত অভাব বলে l
2. মানসিক অভাব -> আমরা শুধুমাত্র নিজেদের কামনা বাসনা কেই জীবনের লক্ষ্য ভেবে তাকে পূর্ণ করে জন্যে যে দুঃখ-যন্ত্রনা ভোগ করে অভাব অনুভব করি তাকে মানসিক অভাব বলে l
এই দুই প্রকার অভাব থেকে চিরকালের জন্যে মুক্তির উপায় হলো ধর্মের পথে চলে যখন আমি নিজের মূল "স্বভাবস্থিতি " লাভ করতে পারবো তখন আমরা অনন্তকালের জন্যে সব রকম অভাব থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবো l তাই ধর্মের পথ ই হলো অভাব মুক্তির মূল উপায় l
শাস্ত্রানুসারে ধর্মআচরণ --> যম (অহিংসা + সত্য + অস্তেয় + ব্রহ্মচর্য + অপরিগ্রহ) +নিয়ম (শৌচ + সন্তোষ + স্বাধ্যায় + তপস্যা + ঈস্বরপ্রণিধান)+ গুরুসেবা + গুরু আদেশ পালন + মা-বাবা সেবা + সামাজিক-সাংসারিক প্রতিটি দায়িত্ব সৎ পথে থেকে পূর্ন বিবেকের সঙ্গে প্রতিপালন + দেশভক্তি + জীব-মানব কল্যাণ চিন্তা ও কর্ম এবং চরিত্রআচরন। এই সমস্থ আচরণগুলো পূর্ণ রূপে (নিজের মনো মতন যে কোনো একটা -দুটো পালন করলে নয়) পালন করলে তবেই তাকে ধর্ম আচরণ বলে l

Published on: Nov, 14 2023 10:09